সম্প্রসারণ বার্তা

AIS কৃষি তথ্য সার্ভিস

শুধু খাদ্য নিরাপত্তা নয়, পুষ্টি নিরাপত্তাও অর্জন করতে হবে... ২

বাংলার কৃষির সাম্প্রতিক সাফল্য বিশ্ব স্বীকৃতি পেয়েছে.. ৩

রাঙ্গামাটিতে 'পার্বত্য চট্টগ্রামে ইক্ষু ও সাথী ফসল চাষের... ৪

সার এখন কৃষকের দিকেই ছুটছে... ৫

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি. নং ডিএ-৪৬২ ▢ ৪১তম বর্ষ ▢ ৪র্থ ও পঞ্চম সংখ্যা ▢ শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২৫ ▢ পৃষ্ঠা ৮

খাদ্যের জন্য কারো কাছে যেন হাত পাততে না হয় : কৃষিবিদদের প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ জাকির হাসনাৎ, কৃতসা, ঢাকা

গত ১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ শনিবার সকালে রাজধানীর ফার্মগেটস্থ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশের (কেআইবি) ষষ্ঠ জাতীয় কনভেনশন এবং এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সেমিনারের শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

কেআইবির সভাপতি কৃষিবিদ এ এম এস সালেহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, স্বাগত বক্তব্য রাখেন কেআইবির মহাসচিব কৃষিবিদ মো. খায়রুল আলম প্রিন্স।

কৃষিবিদদের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ওপর

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে কেআইবির ষষ্ঠ জাতীয় কনভেনশনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন

গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশকে আবার যেন খাদ্যের জন্য কারো কাছে ভবিষ্যতে ভিক্ষার হাত বাড়াতে না হয় সে দিকে বিশেষভাবে কৃষিবিদরা লক্ষ রাখবেন। (এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১)

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি বিবেচনায় কৃষি প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটাতে হবে –কৃষিমন্ত্রী

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি

কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী বলেছেন, আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানসম্মত ধারণার আলোকে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি বিবেচনা করে দেশের উত্তর-দক্ষিণাঞ্চলের পানি, মাটির পুষ্টি ব্যবস্থাপনা, শস্য নিবিড়করণ এবং যান্ত্রিকীকরণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

গত ২৯ জুলাই ২০১৮ রাজধানীর ফার্মগেটের বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) অডিটরিয়ামে 'বাংলাদেশের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় ডাল, তেলবীজ, ভুট্টা এবং অন্যান্য ফসলের আবাদ বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির (এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১)

নিষ্ঠা ও ত্যাগের মনোভাব নিয়ে কাজ করতে কৃষিমন্ত্রীর আহ্বান

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

৩৬তম বিসিএস (কৃষি) ক্যাডার কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি

কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী সরকারের কৃষি উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও ত্যাগের মনোভাব নিয়ে কাজ করতে বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারের নবীন সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান। ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ রাজধানীর ফার্মগেটে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) অডিটরিয়ামে নব নিয়োগপ্রাপ্ত ৩৬তম বিসিএস (কৃষি) ক্যাডার কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এ (এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২)

শুধু খাদ্য নিরাপত্তা নয়, পুষ্টি নিরাপত্তাও অর্জন করতে হবে –মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

–মোঃ আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, কৃতসা, রাজশাহী

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মোহাম্মদ মহসীন

গত ২০ জুলাই ২০১৮ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বগুড়া অঞ্চলের উদ্যোগে সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত-করণ প্রকল্পের আঞ্চলিক পরিকল্পনা কর্মশালা ২০১৮-১৯ বগুড়ার শেরপুর উপজেলায় অবস্থিত পল্লী উন্নয়ন একাডেমির সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বগুড়া অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ মতিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মোহাম্মদ মহসীন। বিশেষ অতিথি ছিলেন সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ ড. মোঃ আবদুল মুঈদ। এ ছাড়াও অতিথি হিসেবে মঞ্চ অলঙ্কৃত করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাজশাহী অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ এস এম মোস্তাফিজুর রহমান, রংপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ শাহ আলম, ঈশ্বরদী এটিআইয়ের অধ্যক্ষ কৃষিবিদ এস এম হাছেন আলী।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য এবং প্রকল্প কার্যক্রম উপস্থাপনা করেন উক্ত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ মহাম্মদ মাইদুর রহমান। তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং প্রকল্প কার্যক্রম বিশদভাবে বর্ণনা করেন। তিনি উল্লেখ করেন প্রকল্প কার্যক্রমে এবার ১৬ ধরনের প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হবে এবং প্রকল্প এলাকা হবে ২৯ জেলার ৮৮টি উপজেলা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, এ প্রকল্প হতে যেসব কৃষি যন্ত্রপাতি দেয়া হচ্ছে তা আগামীতে কৃষি উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের আহ্বান এবং এসডিজির লক্ষ্য পূরণে এ প্রকল্প সহায়ক হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি ২০৩০ সালের মধ্যে খাদ্য উৎপাদন ২ গুণ করার যে লক্ষ্য নিয়ে বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার কাজ করছে তা পূরণেও এ প্রকল্পের কার্যক্রম ভূমিকা রাখবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। তিনি চরাঞ্চল এবং ভুট্টা ফসলের দিকে বিশেষ নজর দেয়ার জন্য উপস্থিত সবাইকে আহ্বান জানান। এছাড়া তিনি কৃষকদের উপযুক্ত পরামর্শ এবং এর ফিডব্যাকের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন।

বিশেষ অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ তবে এখন পুষ্টির দিকে সবাইকে নজর দিতে হবে। আগামীতে এই কার্যক্রম হতে কৃষকের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনগুলো ডকুমেন্টেশন করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। প্রকল্প কার্যক্রম দ্রুত মাঠপর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যও তিনি আহ্বান জানান ।

সভাপতি তার বক্তব্যে চরাঞ্চলে নতুন ফসলের জাত সম্প্রসারণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ, কৃষি গবেষণা, বিএডিসি, এআইএস, এসসিএ, আরডিএ এবং কৃষকসহ বিভিন্ন কৃষি দপ্তরের প্রায় ১০০ জন কর্মকর্তা -কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

শস্যবীমাতে সরকার যাবে না - কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০১৮ চূড়ান্তকরণ কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ বলেছেন, সরকারের নীতি হচ্ছে কৃষি শস্যবীমাতে সরকার যাবে না। ৮ আগস্ট ২০১৮ রাজধানীর বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআর-সি) অডিটরিয়ামে 'জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০১৮ চূড়ান্তকরণ' শীর্ষক কর্মশালায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

সিনিয়র সচিব বলেন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সভায় জাতীয় কৃষিনীতি ২০১৮ অনুমোদন হয়েছে। বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের কৃষি যাতে লাভবান হয়, সে কথা মাথায় রেখে জাতীয় কৃষিনীতি ২০১৮ এর আলোকে জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০১৮ চূড়ান্ত করতে হবে। শস্য নিবিড়তা, মাটির স্বাস্থ্য, উদ্ভাবিত প্রযুক্তির দুর্বলতা, জলবায়ু পরিবর্তন, ফসলের সংগ্রহোত্তর অপচয়সহ কৃষির চ্যালেঞ্জগুলো বিবেচনায় নিয়ে জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি চূড়ান্ত করতে হবে। নীতি চূড়ান্তকরণের ক্ষেত্রে দেশের ক্রমবর্ধমান উন্নয়নের চ্যালেঞ্জও বিবেচনায় রাখতে হবে।

কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের উদ্দেশ্যে সিনিয়র সচিব বলেন, চাষিদের লাভের কথা মাথায় রেখে তাদের ফসল চাষের উপদেশ দিতে হবে। কৃষি পণ্যের বাজার নিশ্চিত না হলে উপদেশ দিয়ে তাদের ক্ষতি ও হয়রানির মুখে ফেলা ঠিক হবে না। ধান উৎপাদনে ৪র্থ, সবজিতে ৩য়, আমে উৎপাদনে ৭ম, পেয়ারা উৎপাদনে ৮ম এসব বক্তব্য দিয়ে আত্মতুষ্টিতে ভুগে লাভ নেই। আমাদের অনেক দূর যেতে হবে। দানাদার ফসলের মধ্যে ধান উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও আমরা গম আমদানি করছি। আবার বন্যা ও বিভিন্ন দৈবদুর্বিপাকের সময় কৃষি ভালনারেবল অবস্থায় চলে যায়। এটা আমাদের স্মরণ করতে হবে কৃষিনীতি প্রণয়নের সময়। আমাদের এখন পুষ্টিসম্মত খাদ্য দরকার। ধান উৎপাদনের পাশাপাশি ডাল, তেল, ফল, সবজি প্রভৃতি ফসলের উৎপাদন আরো বাড়াতে হবে। গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি দ্রুত মাঠে নিয়ে যেতে হবে।

কৃষি মন্ত্রণালয় ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এ কর্মশালা আয়োজন করে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মোহাম্মদ মহসীনের সভাপতিত্বে কর্মশালায় জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতির খসড়া উপস্থাপন করেন, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মু. আবুল কাশেম। নির্ধারিত আলোচকের বক্তব্য দেন, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপউপাচার্য ড. মো. সেকেন্দার আলী ও কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ড. মো. ওয়ায়েস কবীর। স্বাগত বক্তব্য দেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক ড. মো. আবদুল মুঈদ। বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. মো. কবির ইকরামুল হকসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তা ও কৃষক প্রতিনিধিরা এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন

বাংলার কৃষির সাম্প্রতিক সাফল্য বিশ্ব স্বীকৃতি পেয়েছে –কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী

বাংলার কৃষির সাম্প্রতিক সাফল্য বিশ্ব স্বীকৃতি পেয়েছে। হাইব্রিডের কারণে আমরা এখন সারা বছর সবজি পাচ্ছি। সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশ তৃতীয় স্থানে রয়েছে। ১৫ জুলাই ২০১৮ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) গাবতলী মিরপুর খামারস্থ বীজ ভবনে বীজআলু হিমাগার, গ্রিন হাউজ, সেন্ট্রাল টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি ও বৃক্ষরোপণ উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এসব কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ে তোলা। আমরা তার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কৃষকদের জন্য ব্যাংক ঋণ সহজ করেছি, ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলার সুবিধা পাচ্ছে। বীজ ও সারসহ কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বিএডিসিকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। কৃষির উন্নতিকল্পে সরকার বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করেছে। স্বাস্থ্যের কোনো ক্ষতি না করে যে কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আমরা গ্রহণ করব। হাইব্রিডের পাশাপাশি এখন আমরা জেনিটিক্যালি মডিফাইড অর্গানিজম (জিএমও) প্রযুক্তির ব্যবহারে ফসল উৎপাদনে এগিয়ে যাচ্ছি। দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্তা অর্জন করেছে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও ক্ষুধার বিরুদ্ধে আন্দোলনের স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এফএ কর্তৃক সেরেস পদক লাভ করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ঢাকা-১৪ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য মো. আসলামুল হক এমপি বলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে দেশ খাদ্য ঘাটতির দেশ থেকে খাদ্য উদ্বৃত্তির দেশে পরিণত হয়। আমাদের বিশ্বাস বিএডিসির বীজ উৎপাদন কেন্দ্রগুলো আন্তর্জাতিকমানের বীজ উৎপাদন এলাকা হিসেবে গড়ে উঠবে।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ বলেন, উন্নতমানের বীজ ব্যবহারে ফলন শতকরা ১৫ থেকে ২০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। একক ফসল হিসেবে ধানের পরে আলুর অবস্থান। আমাদের অপার সম্ভাবনা রয়েছে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের। বিএডিসির টিস্যুকালচার ও মলিকুলার ল্যাব স্থাপনের ফলে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনের পাশাপাশি আলু রপ্তানিতে আমাদের প্রতিবন্ধকতা দূর হবে। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হতে হলে আমাদের কৃষির প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে।

অতিথিগণ দেশীয় ফলের চারা রোপণের মধ্য দিয়ে বিএডিসির বৃক্ষরোপণ উৎসবের উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মো. নাসিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ, বিএডিসির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রাজশাহীতে চলছে পোকা দমনের পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি আলোক ফাঁদ ও পার্চিং উৎসব

–মোঃ আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, কৃতসা, রাজশাহী

রাজশাহীর গোদাগাড়িতে পার্চিং উৎসব পালন করা হয়

পোকা দমনে আলোক ফাঁদ ও পার্চিং একটি পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি। অনেক জৈবিক দমন পদ্ধতির মধ্যে পার্চিং ও আলোর ফাঁদ আমাদের দেশে বেশ জনপ্রিয়। বিষয় দুইটির গুরুত্ব অনুধাবন করে কৃষি মন্ত্রণালয় তার সহযোগী সংস্থাগুলোর মাধ্যমে সারা দেশে পরিবেশবান্ধব এ দুইটি পদ্ধতির সম্প্রসারণকল্পে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। ধান উৎপাদনে পার্চিং এবং আলোর ফাঁদ বেশ কার্যকর এবং লাভজনক। আমন মৌসুমে এ দুইটি কৌশল সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারলে নির্বিঘ্নে আমন উৎপাদন করা যায়।

আলোক ফাঁদ সম্পর্কে রাজশাহী জেলার দুর্গাপুর উপজেলার অতিরিক্ত কৃষি অফিসার কৃষিবিদ পাপিয়া রহমান মৌরী জানান, আলোক ফাঁদ ব্যবহারে পরিবেশ ভালো থাকে, উৎপাদন খরচ কম হয়, কীটনাশক কম লাগে এবং বিপিএইচের উপস্থিতি সহজে বোঝা যায়। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, আলো দেখলে বাদামি গাছফড়িং বা বিপিএইচ পোকা ছুটে এসে এক জায়গায় মিলিত হয়, ফলে সহজে এ পোকা ধ্বংস করা যায়। এই পদ্ধতি এলাকার কৃষকগণ ব্যাপকভাবে গ্রহণ করছে এবং ভালো উপকার পাচ্ছে। এতে এলাকার কৃষকগণ উপকারী ও অপকারী পোকা সহজে চিনতে পারছে। তিনি আরো বলেন, এলাকার কৃষকেরা যে কোনো পোকা দেখলেই কীটনাশক দিতে হবে এই ধারণা যে ভুল তা সহজেই বুঝতে পারছে।

পার্চিং সম্পর্কে রাজশাহীর গোদাগাড়ি উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মোঃ শফিকুল ইসলাম জানান, পাখি পার্চিং এ বসে একটি ক্ষাতকারক পোকা খেলে ২০০ থেকে ৩০০টি পোকা দমন হয় কারণ একটি ক্ষতিকারক পোকা ২০০ থেকে ৩০০টি ডিম পাড়ে। পার্চিংটিকে চুনের দ্রবণে চুবালে অনেকটা ধবধবে সাদা দেখাবে এবং ক্ষেতের অনেক দূর থেকে দৃষ্টিগোচরে আসবে। চুনের পরিবর্তে সাদা পেইন্ট দিয়েও পার্চিংয়ের ওপরের অংশকে রঙ করা যাবে। আর মাটিতে পুতার অংশে আলকাতরা দিয়ে লেপে দিলে খুঁটির স্থায়িত্ব বেশি হয়। রঙ বা সাদা না করেও পাখি বসানোর ব্যবস্থা করা যায়। পার্চিং আইল থেকে বেশ দূরে দেয়াই ভালো এবং জমির যে অংশে চলাচলের অসুবিধা আছে সেখানে স্থাপন করা ভালো।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ হতে এবং কৃষি তথ্য সার্ভিসের মাধ্যমে এই পদ্ধতি দুটি ব্যবহার করার জন্য কৃষক ভাইদের মাঠ পর্যায়ে এবং গণমাধ্যমের মাধ্যমে জোর পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে কৃষি তথ্য সার্ভিসের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল এবং জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে কৃষি তথ্য সার্ভিসে অনুষ্ঠিত হয়েছে এক আলোচনা সভা। রাজধানীর খামারবাড়িতে কৃষি তথ্য সার্ভিসের কনফারেন্স রুমে বুধবার (১৫ আগস্ট ২০১৮) কৃষি তথ্য সার্ভিস এ সভার আয়োজন করে। কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক কৃষিবিদ ড. মো: নুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মোহম্মদ মহসীন। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশের মহাসচিব কৃষিবিদ খায়রুল আলম প্রিন্স। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রধান তথ্য অফিসার কৃষিবিদ ড. খালেদ কামাল।

প্রধান অতিথি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মোহাম্মদ মহসীন বলেন, এ দেশে জন্ম নেয়া কিছু কুলাঙ্গার বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে। দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এ হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে সকল আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু নেতৃত্ব দিয়েছেন। মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য বঙ্গবন্ধু জীবনের ১২টি বছর কারাগারে কাটিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু কৃষি উন্নয়নের জন্য সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছেন এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছেন। বঙ্গবন্ধু আজ বেঁচে থাকলে অনেক আগেই আমরা উন্নত দেশে পরিণত হতে পারতাম।

প্রধান বক্তা কৃষিবিদ খায়রুল আলম প্রিন্স বলেন, বঙ্গবন্ধু শুধু নিজে স্বপ্ন দেখতেন না, তিনি সমগ্র জাতিকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সে স্বপ্নের বাস্তবায়নও ঘটিয়েছেন এবং আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। এজন্য আমাদের ইতিহাসের অন্যান্য নেতাদের চেয়ে বঙ্গবন্ধু ব্যতিক্রমী এবং জাতির পিতা।

অনুষ্ঠান শেষে কৃষি তথ্য সার্ভিস সকলপর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ একটি শোকর‍্যালি নিয়ে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে।

বগুড়া সদরে চলছে আমন ধানে পার্চিং উৎসব

–মোঃ আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, কৃতসা, রাজশাহী

গত ১৬ আগস্ট ২০১৮ বগুড়া জেলার সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে উপজেলার ফাপোর ইউনিয়নের কৈচর ব্লকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে আমন ধানের পার্চিং উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বগুড়া সদর উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মোঃ এনামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ প্রতুল কুমার সরকার।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে যেসব বিষয় তুলে ধরেন তা হলো, আলোক ফাঁদ ব্যবহারে পরিবেশ ভালো থাকে, উৎপাদন খরচ কম হয়, কীটনাশক কম লাগে এবং বিপিএইচের উপস্থিতি সহজে বোঝা যায়। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, আলো দেখলে বাদামি গাছফড়িং বা বিপিএইচ পোকা ছুটে এসে এক জায়গায় মিলিত হয়, ফলে সহজে এ পোকা ধ্বংস করা যায়। এই পদ্ধতি এলাকার কৃষকগণ ব্যাপকভাবে গ্রহণ করছে এবং ভালো উপকার পাচ্ছে। এতে এলাকার কৃষকগণ উপকারী ও অপকারী পোকা সহজে চিনতে পারছে। তিনি আরো বলেন, এলাকার কৃষকেরা যে কোনো পোকা দেখলেই কীটনাশক দিতে হবে এই ধারণা যে ভুল তা সহজেই বুঝতে পারছে। পার্চিং আইল থেকে বেশ দূরে দেয়াই ভালো এবং জমির যে অংশে চলাচলের অসুবিধা আছে সেখানে স্থাপন করা ভালো। তিনি আরও বলেন, পার্চিং টিকে চুনের দ্রবণে চুবালে অনেকটা ধবধবে সাদা দেখাবে এবং ক্ষেতের অনেক দূর থেকে দৃষ্টিগোচরে আসবে। চুনের পরিবর্তে সাদা পেইন্ট দিয়েও পার্চিংয়ের ওপরের অংশকে রঙ করা যাবে। আর মাটিতে পুঁতার অংশে আলকাতরা দিয়ে লেপে দিলে খুঁটির স্থায়িত্ব বেশি হয়। রঙ বা সাদা না করেও পাখি বসানোর

বগুড়ায় পার্চিং উৎসব পালন

ব্যবস্থা করা যায়। সভাপতি তার সমাপনী বক্তব্যে বলেন, ধানক্ষেতে পার্চিং একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া। এ বছর মোট ৯৮০০ হেক্টর জমিতে আমন চাষ হয়েছে আর এ বছরও ১০০% জমিতে পার্চিং করার পরিকল্পনা আছে। প্রত্যেক মৌসুমে ধানক্ষেতে উপজেলা কৃষি অফিসের সহযোগিতায় পার্চিং করা হয়ে থাকে। আর এ বছর কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণের জন্য পার্চিং উৎসবের মাধ্যমে আগামীতে শতভাগ পার্চিং করার অনুরোধ জানান এবং কৃষি অফিসের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে আমন ধানের পার্চিং উৎসব অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার, উপসহকারী কৃষি অফিসার, কৃষকসহ প্রায় ১২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

ফলদবৃক্ষ মেলা-২০১৮ উদযাপন

ফল উৎপাদনে দেশ ধীরে ধীরে স্বয়ংসম্পূর্ণ হচ্ছে

–নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

ফলদ বৃক্ষ মেলায় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাঝে ফলদ ও ঔষধি বৃক্ষের চারা বিতরণ করছেন পিরোজপুর-১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ এ কে এম এ আউয়াল

চট্টগ্রামে শুরু হয়েছে ১৫ দিনব্যাপী ফলদ ও বনজ বৃক্ষ মেলা ২০১৮

–মোঃ জয়নাল আবেদীন ভূঁইয়া, এআইসিও, কৃতসা, খুলনা

চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি ড. হাছান মাহমুদ এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে বেলুন উড়িয়ে মেলা ও বৃক্ষ রোপণ অভিযানের শুভ উদ্বোধন করেন

বগুড়ার নন্দীগ্রামে তিন দিনব্যাপী ফলদ বৃক্ষ মেলার উদ্বোধন

মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, বগুড়া-৪ আসনের সংসদ সদস্য একেএম রেজাউল করিম তানসেন

রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে তিন দিনব্যাপী ফলদ বৃক্ষ মেলা/২০১৮ উদ্বোধন

–মোঃ এরশাদ আলী, কৃতসা, রাজশাহী

ফলদ বৃক্ষ মেলায় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ফিতা কাটছেন মাননীয় সংসদ সদস্য ও সভাপতি শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি আলহাজ ওমর ফারুক চৌধুরী

বৃক্ষরোপণ অভিযান ও ময়মনসিংহ বিভাগীয় বৃক্ষ মেলার উদ্বোধন

–মো. জাহাঙ্গীর আলী খান, ময়মনসিংহ

প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ অধ্যক্ষ মতিউর রহমান

রাঙ্গামাটিতে 'পার্বত্য চট্টগ্রামে ইক্ষু ও সাথী ফসল চাষের প্রযুক্তি' শীর্ষক মাঠ দিবস ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

–কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রি, কৃতসা, রাঙ্গামাটি

বক্তব্য রাখছেন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ পবন কুমার চাকমা

গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাউখালী উপজেলার বগাপাড়া গ্রামে কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন এর সহযোগিতায় বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, প্রকল্প অফিস, রাঙ্গামাটির আয়োজনে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ইক্ষু গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ প্রকল্পের আওতায় 'পার্বত্য চট্টগ্রামে ইক্ষু ও সাথী ফসল চাষের প্রযুক্তি' শীর্ষক মাঠ দিবস ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রকল্প ব্যবস্থাপক ড. এ বি এম মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ পবন কুমার চাকমা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রি। বিএসআরআই, রাঙ্গামাটি উপকেন্দ্রের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ইনচার্জ কৃষিবিদ ধনেশ্বর তঞ্চঙ্গ্যা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন। বিশেষ অতিথি কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রি তার বক্তব্যে আখের সাথে রিলে ফসল বা সাথী ফসল হিসেবে অন্যান্য লাভজনক ফসলের চাষ বাড়ানোর ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের আরো সহযোগিতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি আখ চাষিদের জন্য স্বল্প সুদে ঋণের নিশ্চয়তা এবং পাহাড়ি এলাকায় সেচের সীমাবদ্ধতার কারণে খরা সহনশীল জাতের উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষিবিদ পবন কুমার চাকমা বলেন, অন্যান্য ফসলের তুলনায় লাভজনক বিধায় পার্বত্য অঞ্চলে আখ চাষ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আখ চাষকে আরো লাভজনক করার জন্য বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট বিভিন্ন গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। আখের সাথে বিভিন্ন সাথী ফসল চাষের প্রযুক্তি তেমনই একটি সম্ভাবনাময় প্রযুক্তি। এ অঞ্চলের কৃষকদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে আখ চাষের পরিধি বাড়ানোর জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে আরো যত্নবান হওয়ার আহ্বান জানান। সভায় সভাপতি ড. এবিএম মফিজুর রহমান বলেন, প্রকল্পের গবেষণা কার্যক্রমের আওতায় পার্বত্য এলাকায় চাষ উপযোগী আখের জাত ও লাভজনক চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যে এ এলাকায় আখের সাথে বিভিন্ন সাথী ফসল যেমন রাইশাক, মুলা, মিষ্টিআলু, ফরাস শিম, গাজর ইত্যাদির চাষ বেশ লাভজনক হওয়ায় কৃষকদের মাঝে প্রযুক্তিটি বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। কৃষকরা যাতে উৎপাদিত আখ, আখজাত পণ্য ও অন্যান্য সাথী ফসল সময়মতো বাজারজাত করতে পারে সেজন্য তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। আলোচনা শেষে অতিথিবৃন্দ এবং উপস্থিত কৃষকরা প্রদর্শনী আখক্ষেত ঘুরে দেখেন। এ সময় এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধি ও শতাধিক কৃষক-কৃষাণি উপস্থিত ছিলেন।

সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে দেশকে এগিয়ে নিতে হবে –অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ), কৃষি মন্ত্রণালয়

–এম এম আব্দুর রাজ্জাক, আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার, কৃতসা, খুলনা

যশোরে কৃষি কর্মকর্তাদের মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত সচিব কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) সৈয়দ আহম্মদ বলেছেন, কৃষির সাথে আমাদের মা-বোন জড়িত হওয়ায় তাদের জড়তা কেটেছে এবং তাদের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক কৃষি উৎপাদন বেড়েছে। দেশের প্রতিটি বাড়িতে সবজি ও ফল উৎপাদন করে পুষ্টির চাহিদা পূরণ করতে হবে। আমাদের দেশের কৃষির সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে প্রতিটি বাড়ির প্রতি ইঞ্চি জমি ব্যবহার করে ১৬-১৭ কোটি মানুষের খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে। মাঠের সমস্যা কৃষকদের আগে কৃষি কর্মকর্তাদের অবগত হওয়াসহ কৃষি বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ যথাসময়ে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যেতে হবে। ভাসমান কৃষি প্রযুক্তির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, দক্ষিণে কৃষিতে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। ফল ও সবজির উৎপাদন বাড়িয়ে আমাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করতে হবে। মাটির স্বাস্থ্য ঠিক রেখে কৃষি উৎপাদন আরো বাড়াতে হবে। যশোর অঞ্চলের ফুল চাষকে এগিয়ে নেয়া এবং ফুল যাতে পচে না যায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। অতিরিক্ত সচিব গত ২০ জুলাই ডিএই যশোর ট্রেনিং হলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যশোর অঞ্চল আয়োজিত জেলা ও উপজেলাপর্যায়ের কৃষি কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়কালে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। মতবিনিময় শুরুতে কি নোট উপস্থাপন করেন, ডিএই যশোর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ চণ্ডিদাস কুণ্ডু। এ সময় তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে আমাদের সকল জনগোষ্ঠিকে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। কৃষি পণ্যের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের সঠিক মূল্য পাওয়ার জন্য কৃষকদের সহায়তা করতে হবে। মতবিনিময় সভায় যশোর অঞ্চলের ৬টি জেলার ৩১টি উপজেলার ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এর আগে অতিরিক্ত সচিব মনিরামপুর উপজেলার ভোজগাতি ইউনিয়নের তুনিয়াঘরা গ্রামে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় নেরিকা জাতের ক্লাস্টার আকারে চাষকৃত ৩০ বিঘা রোপা আউশ ধানের ক্ষেত পরিদর্শন করেন। পরে তিনি মহিলা সিআইজি সংগঠন, বসতবাড়িতে ভার্মিকম্পোস্ট তৈরি, নিরাপদ সবজি ও ফল উৎপাদন, ছাদ বাগান ও কৃষি ডাক্তার সেবা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় কৃষকদের সাথে মতবিনিময়কালে তিনি বলেন, কৃষিবান্ধব সরকারের নীতিই হলো কৃষকদের ভাগ্যের উন্নয়ন করা। কৃষিমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় কৃষকদের সার্বিক সহযোগিতায় কৃষির উৎপাদন বাড়াতে কৃষি মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। পরে তিনি বাঘারপাড়া উপজেলার দাদপুর গ্রামে ৩০ হেক্টর জমিতে গ্রীষ্মকালীন টমেটোর চাষ পরিদর্শন করেন।

সার এখন কৃষকের দিকেই ছুটছে

–মোঃ আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, কৃতসা, রাজশাহী

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত মাননীয় সংসদ সদস্য এবং কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মোঃ মকবুল হোসেন

গত ২৪ জুলাই ২০১৮ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাজশাহী অঞ্চলের উদ্যোগে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন কৌশল বাস্তবায়ন শীর্ষক মতবিনিময় সভা এনসিডিপি হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ এস এম মোস্তাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ মকবুল হোসেন, মাননীয় সংসদ সদস্য এবং বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাজশাহী জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ দেব দুলাল ঢালী।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য এবং বিশেষ অতিথি তার বক্তব্যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, রাজশাহীতে উচ্চমূল্যের ফসলের আবাদ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা বাণিজ্যিক কৃষির জন্য সুখকর। তিনি সম্ভাবনাময় কৃষি ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন কৃষিবিদ মোঃ জয়নাল আবেদিন, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাজশাহী অঞ্চল। তিনি উল্লেখ করেন, রাজশাহী অঞ্চলে প্রায় ৭০৩৪৬ হেক্টর জমিতে আম উৎপাদন হচ্ছে এবং ৭৫ ভাগ এলাকা সেচ সুবিধায় এসেছে। এ ছাড়া এ অঞ্চলে শস্য নিবিড়তা ২২৯% এবং ১৯ লক্ষ মে.টন খাদ্যে উদ্বৃত্ত।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, অতি শীঘ্রই পুষ্টি নিরাপত্তাও অর্জিত হবে। তিনি আরও বলেন, সরকারের বিভিন্ন দূরদৃষ্টি পদক্ষেপের জন্য কৃষি বিভাগের জনবল মাঠে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারছে এবং দেশ গঠনে ভূমিকা রাখতে পারছে। তিনি সার সহজলভ্য হওয়া প্রসঙ্গে বলেন, সার এখন কৃষকের দিকেই ছুটছে। তিনি বলেন, আগামীতে বর্তমান সরকার এসডিজির লক্ষ্য পূরণে আরও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

সভাপতি তার বক্তব্যে আম চাষি এবং আম চাষের কৌশল মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের বিষয়ে আলোকপাত করেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ, এআইএস, এসসির বিভিন্ন পর্যায়ে প্রায় ১০০ জন কর্মকর্তা – কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

খাদ্যের জন্য কারো কাছে যেন হাত পাততে না হয়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উন্নয়নের পরিকল্পনার কথা তুলে ধরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতা লাভের পর অল্প সময়ের মধ্যে জাতির পিতা এ দেশকে গড়ে তুলে ছিলেন কিন্তু পরে এসব উন্নয়ন পরিকল্পনা বন্ধ করে দেয়া হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, আমরা ক্ষমতায় আসার পর কৃষি গবেষণায় সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি। কম জমিতে কিভাবে বেশি ফসল করতে হবে তার ওপর গুরুত্ব দিয়েছি। লবণাক্ত জমিতে, খরার সময় এবং জলমগ্ন জমিতে ধানচাষ করার জন্য আলাদা আলাদা ধানের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। তিনি বলেন, কৃষকদের উৎপাদন সহযোগিতার জন্য মাত্র ১০ টাকায় অ্যাকাউন্ট করার সুযোগ দিয়েছি। ফলে সরকারের দেয়া ভর্তুকির টাকা সরাসরি কৃষকের অ্যাকাউন্টে চলে যাচ্ছে। কৃষিঋণ কৃষকের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। আমরা বিশাল সমুদ্রসীমা জয় করেছি। এই সমুদ্রসীমায় শুধু খনিজ নয়, মৎস্যসম্পদ যেন ভাণ্ডারে পরিণত হয় সেজন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। কৃষির সার্বিক উন্নয়নের জন্য কৃষি কর্মকর্তাদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সমবায়ের মাধ্যমে সৌরবিদ্যুৎচালিত সেচ প্রদানের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন।

এর আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং কবুতর ও বেলুন উড়িয়ে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। কৃষিক্ষেত্রে অনন্য অবদানের স্বীকৃতস্বরূপ অনুষ্ঠানে কৃষিবিদ আ.ফ.ম বাহাউদ্দিন নাছিম এমপিকে কেআইবির পক্ষ থেকে আজীবন সম্মাননা পদকে ভূষিত করা হয়।

সংকলিত

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি বিবেচনায় কৃষি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (কেজিএফ) এবং অস্ট্রেলিয়ান সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (এসিআইএআর) যৌথভাবে এ কর্মশালা আয়োজন করে।

মাননীয় মন্ত্রী বলেন, এসিআইএআর ও কেজিএফের যৌথ গবেষণা কার্যক্রমে দেশের টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের প্রয়োজনীয় উপায় খুঁজে পাওয়া যাবে। এ ছাড়া খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তাকে অধিকতর সুসংহত করতে গবেষণার নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। মন্ত্রী আরও বলেন, খরা এবং লবণ সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবনে আরও গুরুত্ব দেয়া দরকার।

এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ বলেন, কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির সংযোজন ঘটিয়ে কৃষির উৎপাদনশীলতায় ইতিবাচক টেকসই পরিবর্তন নিশ্চিত করতে হবে।

অনুষ্ঠানের অপর বিশেষ অতিথি বাংলাদেশে নিযুক্ত অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশনার মিস জুলিয়া নিবলেট এসিআইএআরের কর্মকৌশল ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা তুলে ধরে বলেন, এসিআইএআর ১৯৯০ সাল থেকে কৃষি উন্নয়নের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। ২০১৫ সাল থেকে সফলভাবে দক্ষিণাঞ্চলে পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শস্য নিবিড়করণ, উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে মাটির পুষ্টি ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণশীল কৃষি এবং লবণাক্ত সহিষ্ণু ডাল ভুট্টার জাত উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কৃষি গবেষণার উৎকর্ষ সাধনে তিনটি প্রকল্পে অর্থায়ন করছে। বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. মো: কবির ইকরামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এসিআইএআরের প্রধান নির্বাহী অধ্যাপক এন্ড্রু ক্যাম্পবেল। স্বাগত বক্তব্য দেন কেজিএফেএর নির্বাহী পরিচালক ড. ওয়ায়েস কবীর।

নিষ্ঠা ও ত্যাগের মনোভাব নিয়ে কাজ করতে কৃষিমন্ত্রীর আহ্বান

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কর্মশালার আয়োজন করে।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, দেশের কৃষি উন্নয়নে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে বীজ বপন করে গেছেন তার ধারাবাহিকতা ধরেছেন তার কন্যা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কৃষি উপকরণ, ভর্তুকিসহ প্রতিকূল পরিবেশে কৃষকদের নানা সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা ও সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়ে কৃষি উন্নয়নে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, কৃষি গবেষণায় সরকারের নানামুখী পদক্ষেপের ফলে দেশে এখন নানা জাতের নতুন শস্য উদ্ভাবন হচ্ছে। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার ও কৃষি ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে গবেষণার ক্ষেত্রকে আরো শক্তিশালী করতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মোহাম্মদ মহসীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ভারপ্রাপ্ত কৃষি সচিব মো. নাসিরুজ্জামান ও বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. মো. কবীর ইকরামুল হক।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী আজ ৩৬তম বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারের ৩০৪ জন নবীন কর্মকর্তা যোগদান করেন এবং দিনব্যাপী কর্মশালায় অংশ নেন। যোগদানপত্রের সাথে কর্মকর্তাগণ সকল স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ সম্বলিত একটি ঘোষণা পত্র ও ৩০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্টাম্পে নিজে বা পরিবারের অন্য সদস্যদের জন্য যৌতুক নেবেন না এবং যৌতুক দেবেন না মর্মে একটি বন্ড দাখিল করেন। ওরিয়েন্টেশন কর্মশালার মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয় ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন উইং এবং বিভাগীয় কার্যক্রমসহ কর্মকর্তাদের আচরণ বিধিমালা সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা দেয়া হয়। নতুন কর্মকর্তাগণ ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয় থেকে পদায়িত নিজ নিজ কর্মস্থলে যোগদান করবেন। কর্মকর্তাদের আরও দক্ষ করার পাশাপাশি সফল সম্প্রসারণ কর্মী হিসেবে গড়ে তুলতে আঞ্চলিক পর্যায়ে সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে।

চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র পরিদর্শন করলেন মার্কিন প্রতিনিধিদল

চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর কোয়ারেন্টাইন সেন্টার পরিদর্শন করছেন ইউএসডিএ প্রতিনিধিদল

গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ রোববার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউএসডিএর এক প্রতিনিধিদল চট্টগ্রামে সমুন্দ্র বন্দর উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন। এ সময় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইংয়ের পরিচালক ড. মোঃ আজহার আলী উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে মার্কিন প্রতিনিধিদল উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চল হতে বাংলাদেশে তুলা আমদানির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময়কালে উভয় পক্ষ এ বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাওয়ার আশা প্রকাশ করেন।

জৈবকৃষি ও বাণিজ্যিক চাষাবাদ বৃদ্ধি করতে হবে –ভারপ্রাপ্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

–কৃষিবিদ মো. আসিফ ইকবাল, কৃতসা, কুমিল্লা

কৃষি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মো. নাসিরুজ্জামান বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন

কৃষি প্রধান আমাদের এ বাংলাদেশে বর্তমান সরকারের সুপরিকল্পনায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা ও পরামর্শে বাংলার কৃষকরা কৃষিতে সমৃদ্ধি অর্জন করেছেন। সে স্রোতধারায় বাংলাদেশ আজ কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং বিশ্ব দরবারে সম্মানের স্থান অর্জন করে নিয়েছে। সার্বিক অর্জনকে অব্যাহত রেখে কৃষির কার্যক্রম আরো গতিশীল করার উদ্দেশ্যে গত ২০/০৯/১৮ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মো. নাসিরুজ্জামান ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ উপজেলায় কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি বলেন- কৃষিই হলো আমাদের কৃষ্টির মূল, তাই খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের উদ্দেশ্যে দেশের সর্বস্তরের কৃষকদের আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে অবগতকরণ সে সাথে কৃষিবান্ধব সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি মাঠপর্যায়ে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। জৈব বা অর্গানিক ফসলের বিশ্বব্যাপী চাহিদার কথা উল্লেখ করে তিনি কৃষি সেক্টরে উদ্যোক্তা সৃষ্টির পাশাপাশি বাণিজ্যিক জৈবকৃষি খামার স্থাপন ও উচ্চমূল্যের ফসল চাষ বৃদ্ধিরও পরামর্শ দেন, উদাহরণ হিসেবে –প্রান্তিক পর্যায়ে গ্রামীণ নারীদের দ্বারা কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপদন এবং জিস্ট বা কাফিলা গাছে গোলমরিচ চাষ প্রযুক্তির কথা বলেন। এ ছাড়াও সব রকম ফসলের আধুনিক ও সর্বশেষ জাতসমূহের চাষ বৃদ্ধির ব্যাপারে তিনি উপস্থিত কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেন। সফরকালে তিনি আশুগঞ্জ উপজেলার কয়েকটি স্থানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত কৃষি প্রদর্শনী পরিদর্শন ও উন্মুক্ত পথসভায় স্থানীয় কৃষক গ্রুপের সাথে মতবিনিময় করেন। তিনি কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যার কথা শোনেন ও পরামর্শ দেন। পরবর্তীতে তিনি আশুগঞ্জ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও আশুগঞ্জ সার কারখানা পরিদর্শন করেন।

মতবিনিময় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন- কৃষিবিদ মো. জাহেদুল হক, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুমিল্লা অঞ্চল, কুমিল্লা। এর আগে কৃষিবিদ মো. আবু নাছের, উপপরিচালক, ডিএই, ব্রাহ্মণবাড়িয়া তার জেলার চলমান কার্যক্রম পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন- কৃষিবিদ অমিতাভ দাস, মহাপরিচালক (রুটিন দায়িত্ব) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা; কৃষিবিদ ড. মো. আব্দুল মুঈদ, পরিচালক সরেজমিন উইং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা ও কৃষিবিদ মো. আসিফ ইকবাল, আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার, কুমিল্লা। সচিবের সফরসঙ্গী হিসেবে ছিলেন- শেখ বদিউল আলম, উপপ্রধান, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গবেষণা থেকে নতুন ফসলের জাত ছাড় পাওয়ার সাথে সাথে মাঠে বাস্তবায়ন করতে হবে - ভারপ্রাপ্ত কৃষি সচিব

–এস এম আহসান হাবিব, কৃতসা, খুলনা

বক্তব্য রাখছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

১৪ সেপ্টেম্বর, ফরিদপুরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান বলেছেন, গবেষণা থেকে নতুন নতুন ফসলের জাত ছাড় পাওয়ার সাথে সাথে ঐ বছরই যাতে মাঠে বাস্তবায়ন হয় সেদিকে বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হবে। সে ক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সবচেয়ে বেশি ভূমিকা থাকা দরকার। ভারপ্রাপ্ত সচিব গত ১৪ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টায় উপপরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ সম্মেলন কক্ষে ফরিদপুর অঞ্চলের কৃষি সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়কালে প্রধান অতিথির বক্তব্য এ কথা বলেন। ফরিদপুর অঞ্চলের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আয়োজিত মতবিনিময় সভায় তিনি আরো বলেন, জনসংখ্যা বাড়ছে, জমি কমছে। তারপরও উৎপাদন বাড়ছে। এতে কৃতিত্ব প্রথমত কৃষক ভাইদের। দ্বিতীয়ত গবেষণা সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের। তিনি স্থানীয়ভাবে যে জাতের উৎপাদন বেশি সে জাতটি চাষিদের কাছে দিতে হবে। এতে চাষি লাভবান হবে। কৃষিমন্ত্রী মহোদয়ের ভিশন নিয়ে বলেন, ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার করা যাবে না, আউশের আবাদ বাড়াতে হবে। ভুট্টার চাষ সম্প্রসারণ করতে হবে। গম ব্লাস্ট প্রতিরোধী না হলে ভুট্টা চাষসহ যব উৎপাদনে এগিয়ে আসতে হবে।

অতিরিক্ত পরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ফরিদপুর অঞ্চল ফরিদপুর কিংকর চন্দ্রদাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন, কৃষিবিদ মীর নূরুল আলম। ভারপ্রাপ্ত কৃষি সচিব কার্যক্রম উপস্থাপনের পর বলেন, বছরব্যাপী তরমুজ চাষ শরীয়তপুরের জনসাধারণের পুষ্টি ও বাণিজ্যিক দিকে প্রভাব ফেলবে। চর এলাকার কৃষকদের জন্য বাছাড়ী টন ঘর বহুমুখী কৃষি সেবা কেন্দ্র স্থাপন করার প্রকল্প প্রেরণের পরামর্শ প্রদান করেন। ভারপ্রাপ্ত কৃষি সচিব ফসল উৎপাদনে জৈবসার ব্যবহার করে রাসায়নিক সার ব্যবহার কমিয়ে আনার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

ভারপ্রাপ্ত কৃষি সচিব বিকেল ৪.৩০ মিনিটে টুঙ্গিপাড়া জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং বঙ্গবন্ধুর রূহের মাগফিরাত কামনা করে দরুদ, দোয়া ও মোনাজাত করেন এবং শোক বইয়ে স্বাক্ষর করেন। এ সময়ে সচিব মহোদয়ের সাথে পরিচালক প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং ডিএই ঢাকা মীর নূরুল আলম ও পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মোঃ মঞ্জুরুল আলমসহ অঞ্চল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। তিনি বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় শেখ রাসেল শিশু পার্ক সংলগ্ন টুঙ্গিপাড়া মাঠে হর্টিকালচার সেন্টার, কাশিয়ানী গোপালগঞ্জের উদ্যোগে কৃষক-কৃষাণীদের মাঝে ফলের চারা বিতরণ করেন। মাননীয় কৃষি সচিব মহোদয় টুঙ্গিপাড়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ও উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের সাথে উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় ইউনিয়ন/ব্লক পর্যায়ে কৃষির বিভিন্ন কর্মকাণ্ড অবগত হন। দিকনির্দেশনা ও উন্নয়নমূলক বক্তব্যে বলেন, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পুণ্যভূমি টুঙ্গিপাড়া। এ এলাকার কৃষি উন্নয়নে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত চাষাবাদসহ বিশেষ করে নতুন নতুন ফসলের জাত সম্প্রসারণ, ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি চাষ চাষিদের দোরগোড়ায় কিভাবে পৌঁছে দেয়া যায় সে জন্য কাজ করতে হবে।

সম্পাদক : কৃষিবিদ ড. মোঃ নুরুল ইসলাম,
কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার (অ.দা.) শিল্পী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক প্রকাশিত, গ্রাফিক ডিজাইন : শিল্পী নূর ইসলাম ও মনোয়ারা খাতুন
ফোন : ৯১১২২৬০. ফ্যাক্স : ৯১১৬৭৬৮ ইমেইল : dirais@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd